

মমতার জমানায় শিল্পোৎপাদনের সূচক বৃদ্ধি প্রায় ৬ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, কলকাতা: রাজ্য শিল্প হয়নি বলে বিরোধীরা যাই বলুন না কেন, অতীতের তুলনায় শিল্পোৎপাদনের সূচক অনেকটাই বেড়েছে। তা জেনারেল প্রোডাকশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদনের সূচক বেড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ২০১১-১২ সালে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সূচক ছিল ০.৯৪ শতাংশ। সেখানে ২০১৬-১৭ সালে (এপ্রিল-জানুয়ারি পর্যন্ত) তা বেড়ে হয়েছে ৬.৬ শতাংশ। জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ২০১১-১২ সালের সূচক ছিল ২.১৪ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালে (এপ্রিল-জানুয়ারি পর্যন্ত) তা বেড়ে হয়েছে ৬.৯৭ শতাংশ। গোটা দেশে ২০১৫-১৬ সালে যেখানে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি ৭.৩ শতাংশ, সেখানে রাজ্যের বৃদ্ধি হল ১০.৬ শতাংশ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত বই, 'লেট'স ইউনাইট টু গ্রো

টুগেদার'-এ তথ্য সহকারে শিল্পোৎপাদনের সূচকের মাধ্যমে রাজ্যের শিল্পে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যেসব সংস্থা বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়েছে বা যারা রাজ্যে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে, তার তালিকাও তুলে ধরা হয়েছে।

এর মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশীয় বা আন্তর্জাতিক কোম্পানি আছে। সেই তালিকায় রয়েছে জার্মানির বিএসএফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা, সাপুরজি অ্যান্ড প্যালোনজি, পেপসিকো ইন্ডিয়া, টাটা হিঅচি কমস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড, ম্যাটিস্স ফার্টিলাইজারস লিমিটেড, বিএপিএল, ওসিএল সিমেন্টস, জেএসডব্লু সিমেন্টস, শ্রী সিমেন্টস, আমূল ডেয়ারি, শ্রীরাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অদিত্য বিড়লা গ্রুপ, এল অ্যান্ড টি, ফরিদা গ্রুপ, ফিউচার গ্রুপ, সেইল, আইটিসি, সিইএসসি (আরপিভি গ্রুপ), এক্সাইভ ইন্ডাস্ট্রিস, বিআরভি গ্রুপ, গ্রোবাস স্পিরিট, সিপিএফ প্রাইভেট

লিমিটেড, রিলায়েন্স সিমেন্ট, টিআইএল লিমিটেড, টিটাগড় ওয়্যাকন, কোকাকোলা প্রভৃতি সংস্থা।

নব্বাম সূত্রে জানা গিয়েছে, পেপসিকো ইন্ডিয়া

টাকা বিনিয়োগ করেছে। অদিত্য বিড়লা গ্রুপ ৪৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। অন্যতম সেবা জুতোর কোম্পানি ফরিদা গ্রুপ গরেশপুরে জুতোর কারখানা তৈরি করেছে। সেইল ৪০

দেশের নিরিখেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

৩৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ফুডপার্ক তৈরি করেছে। ম্যাটিস্স ফার্টিলাইজার ৬৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তাদের সংস্থার প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ওসিএল সিমেন্ট ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। জেএসডব্লু সংস্থা ৭০০ কোটি টাকা দিয়ে সিমেন্ট কারখানা তৈরি করেছে। যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে উদ্বোধন করেছেন। আমূল ডেয়ারি ২৫০ কোটি

হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। আইটিসি চার হাজার কোটি টাকা খরচ করে 'ইন্ট্রেন্টেড বৃহৎ পার্ক এবং ইনফেন্টেক পার্ক' তৈরি করেছে। কোকাকোলা ৩৭৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। হুন্দিয়ায় ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এক্সাইড। ইতিমধ্যে যার উদ্বোধন করেছেন মমতা। শিল্পের প্রসারে ২০১১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৪৯টি ক্লাস্টার তৈরি

হয়েছিল। এ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সেই সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৪৩টি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর কক্সবাল হাট, আরবান হাট বা কর্মসীর্গ তৈরির পরিকল্পনা করেন। এ বছর ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৬টি এ ধরনের হাট তৈরি হয়েছে। বিরোধী দল যতই রাজ্যে শিল্প হয়নি বলে দাবি করুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আমলে শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে বলে বিভিন্ন সভায় উল্লেখ করেন।

তাঁর সরকারের ছ'বছর পূর্তিতে প্রকাশিত বইয়ে তা উল্লেখ রয়েছে। শিল্পের পরিকল্পনামো গড়ে তোলার জন্য তাঁর আমলেই হাওড়ার অন্ধুরহাতিতে জেমস জুয়েলারি পার্ক, বঙ্গবন্ধু গার্মেন্ট পার্ক, গোয়ালভাড় ও হরিণঘাটায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সার্বকাইলে ফুড পার্ক, কোচবিহারের চকচকায় গ্রোথ সেন্টার, ফলতায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার তৈরি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির জন্য জমি বরাদ্দ হয়েছে।

